ক্ষমতায়ন বিজ্ঞান : সহানুভূতির মাধ্যমে আত্মোপলব্ধির নতুন দিগন্ত

১. ক্ষমতায়ন কি?

ক্ষমতায়ন হলো এমন একটি বিষয় যা মানুষ কে আশা এবং স্বপ্ন দেখায়, সাহস যোগায় এবং জীবনীশক্তি দিয়ে পূর্ণ হতে সাহায্য করে। এটা একটা চমৎকার গুন যা প্রত্যেকের মধ্যে থাকা উচিৎ।

সকল মানুষ ই অসাধারণ ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এবং, সারা জীবন তারা এই দূর্দান্ত শক্তিকে অবিরত রাখতে পারে।

ক্ষমতায়ন ই মানুষের সেই দূর্দান্ত শক্তি কে ভেতর থেকে বের করে আনে ঠিক যেভাবে বসন্তে প্রাকৃতিক ঝর্ণা থেকে অবিরাম পানি প্রবাহিত হয়, যা আমাদের গভীরে লুকায়িত প্রাণশক্তি ও সম্ভাবনা কে প্রবাহিত হতে দেয়।

স্বাস্থ্যসেবা ও কল্যাণের অনুশীলনে, মানুষের যেই দূর্দান্ত ক্ষমতা প্রাথমিকভাবে থাকে সেটা জাগ্রত করা হয়, প্রকাশের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়, এবং যা প্রভাবিত হয় জনজীবনের জন্য কল্যাণকর এবং সমাজের উন্নতির জন্য কার্যক্রমের মাধ্যমে।

মানব সমষ্টির মধ্যে যেমন কোন ব্যবসায় উদ্যোগ প্রসঙ্গে, প্রত্যেক কর্মীর সম্ভাবনাময় কর্মশক্তি এবং সামর্থ্য দক্ষতার সাথে বের করে আনা হয় এবং কর্মী উন্নয়ন ও কর্পোরেট গ্রোথ এর শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

এই সব জিনিসের জন্যই সংস্থা, গোষ্ঠী ও মানুষ এবং সকল ক্ষেত্রে ক্ষমতায়ন প্রয়োজন।

ক্ষমতায়নের জন্য আটটি নীতি রয়েছে :

(১) একজন ব্যক্তি তার নিজস্ব উদ্দেশ্যসমূহ বেছে নেয়।

(২) ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উদ্যোগ নেয় এবং কর্তৃত্ব গ্রহন করে।

(৩) ব্যক্তি তার সমস্যা এবং সেগুলো সমাধানের উপায়সমূহ বিবেচনা করে।

(৪) দক্ষতা শেখার এবং তৈরি করার সুযোগ হিসেবে সাফল্য এবং ব্যর্থতাগুলো বিশ্লেষণ করা হয়।

(৫) ব্যবহার পরিবর্তনের জন্য ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলো এবং তাদের সাহায্যকারীদের আবিষ্কার এবং শক্তিশালী করা হয়।

(৬) ব্যক্তিকে তার দায়িত্বানুভূতি বৃদ্ধি করার জন্য সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণ করতে প্রোত্সাহিত করা হয়।

(৭) সমস্যাসমূহ সমাধানের প্রক্রিয়া এবং তাদের সংস্থান গুলোকে সমর্থন করার জন্য নেটওয়ার্ক গুলোতে উন্নতি করা হয়।

(৮) ব্যক্তির অবস্থার উন্নতি (যেমন তার উদ্দেশ্য সফল বা তাদের ভালো অবস্থা) এর দিকে প্রেরণা দেয়া হয়।

২) ক্ষমতায়নের সমন্বয়ক মডেল

তিন ধরনের ক্ষমতায়ন আছে। আত্মক্ষমতায়ন, পারিপার্শ্বিক ক্ষমতায়ন, সামগ্রিক ক্ষমতায়ন। স্থায়ী এবং কার্যকরভাবে কোনকিছু বাস্তবায়নের জন্যে এই তিন ধরণের ক্ষমতায়নের সমন্বয় এবং সঠিক প্রয়োগ অপরিহার্য, আর এই সমন্বয়কেই বলে, ক্ষমতায়নের সমন্বয়ক মডেল।

চিত্র ২-১ ক্ষমতায়ন এর সমন্বয়ক মডেল (Anme, 2012)

৩)

ক্ষমতায়নের পরিবেশ তৈরির জন্যে আটটি উপাদান

ক্ষমতায়নকে বাস্তবায়ন করতে যেই পরিবেশ দরকার তার জন্যে আটটি গুন থাকা প্রয়োজন। এই উপাদানগুলি ক্ষমতায়নের ব্যবহার এবং পরিমাপক হিসেবে কাজ করে।

(১) সহমর্মিতাঃ সহমর্মিতা মানে হচ্ছে মানুষের নিজস্ব ইচ্ছার পাশাপাশি অন্যের ইচ্ছাকেও সমানভাবে মেনে নেয়া এবং গুরুত্ব দেয়ার প্রবণতা।

(২) আত্মোপলব্ধিঃ আত্মোপলব্ধি অর্থ প্রত্যেকের নিজস্ব কাজকর্মের মাধ্যমে নিজের দোষ গুন সম্পর্কে বুঝতে পারা।

(৩) সামাজিক গুণাবলীঃ প্রত্যেক সদস্যের অন্য সদস্যদের বিষয়গুলিকে এমনভাবে নিতে হবে যেন তা তাদের নিজস্ব বিষয়।

(৪)অংশগ্রহনঃ অংশগ্রহন হচ্ছে সেই নির্দেশক যা প্রতিটি সদস্যকে কার্যক্রমের সাথে যুক্ত থাকবার অনুভূতি যোগায়।

(৫)সমতাঃ অংশগ্রহণকারীরা তাদের সম্পূর্ণ সক্ষমতা ততক্ষণ পর্যন্ত দেখাতে পারবেনা যতক্ষণ না তারা জানবে যে প্রোগ্রাম বা প্রকল্পটি ন্যায্যতার সাথে সম্পন্ন হচ্ছে এবং প্রত্যেকের সাথে একই রকম আচরন করা হচ্ছে।

(৬)পদ্ধতির বৈচিত্র্যঃ পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য ব্যক্তি, সমগ্র এবং পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি।

(৭)নমনীয়তাঃ পরিবর্তনের প্রতি সহনশীলতার একটি নির্দেশক হচ্ছে নমনীয়তা এবং এটি ব্যক্তি ও সংস্থার উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

(৮)উদ্ভাবনী ক্ষমতাঃ ভবিষ্যতের উন্নতি এবং তা ধারণ করে রাখার জন্যে উদ্ভাবনী ক্ষমতা সদস্যদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবে।

৪) ক্ষমতায়নের কার্যক্রম ডিজাইনঃ ক্ষমতায়নের জন্যে বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে সামনে এগোতে হয়, এবং এইসময় একটি CASE (Creation, Adaptation, Sustenance, Expansion) মডেল ব্যবহৃত হয় (Anme & McCall, 2008) এবং একে একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে। যার ক্ষমতায়ন করা হচ্ছে, তার বর্তমান পরিস্থিতি ধরে রেখে এরকম বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে উন্নতি করতে হয়।

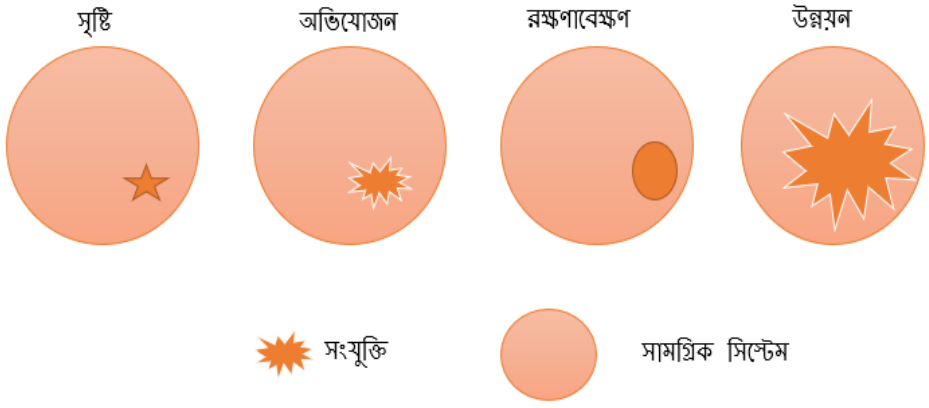

৪-১ ক্ষমতায়নের উন্নয়নের ধাপসমূহ (Anme & McCall, 2008)

৫)ক্ষমতায়নের পদ্ধতির ডিজাইনঃ ক্ষমতায়ন করার পদ্ধতির জন্যে একটি ডিজাইন থাকা বাঞ্ছনীয় এবং এটি যার ক্ষমতায়ন করা হবে তার প্রয়োজন এবং ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করে। এই

মডেলের একটি গুন হচ্ছে এই যে এটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য যেই রাস্তা তা সহজেই দেখিয়ে দেয়। আর প্রকল্পটি সফল হোক আর না হোক, কিভাবে এবং কেন কাজটি করা হয়েছে তার সঠিক যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা থাকা উচিৎ।(Anme & McCall, 2008).

এই পয়েন্টগুলি নিচের ছয়টি ধাপে অর্জন করা যায়।

(১) প্রত্যাশিত ফলাফল কি?

(২) বর্তমান অবস্থা কি?

(৩) কি ধরনের পূর্বাবস্থা ছিল?

(৪) প্রাথমিকভাবে কোন বিষয়গুলি সমস্যাটিকে, বিষয়টিকে এবং পূর্বাবস্থাকে প্রভাবিত করেছে?

(৫) কি ধরণের পদ্ধতিগুলি প্রভাবিত করবার মত ফ্যাক্টরে পরিণত হয়?

(৬) কিসের ভিত্তিতে?

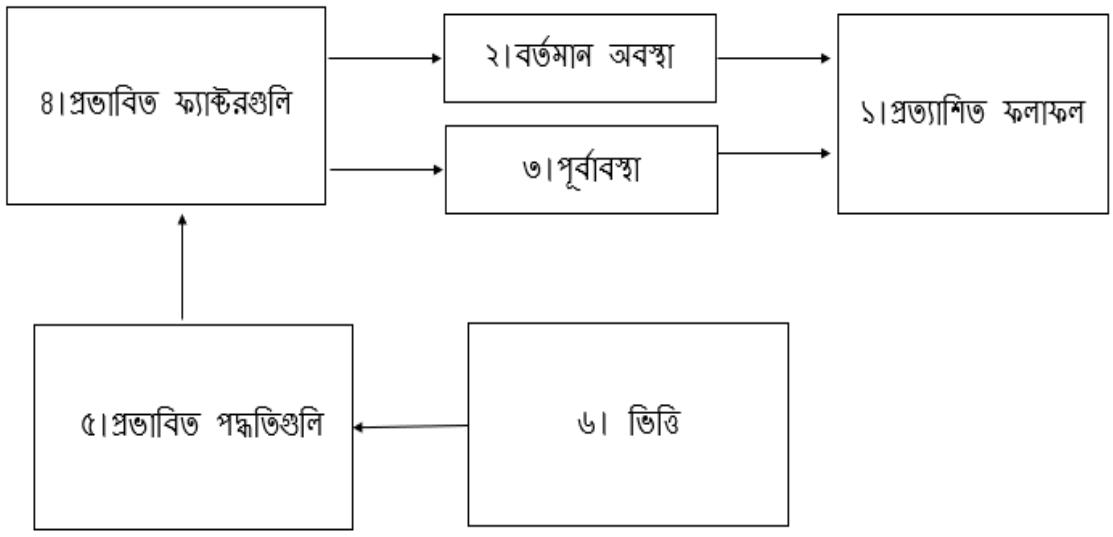

৪-২ ক্ষমতায়নের পদ্ধতির ডিজাইন (Anme , 2005)

৬) ক্ষমতায়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাতটি টিপস

(১) স্বচ্ছভাবে লক্ষ্য নির্ধারণ

(২) সম্পর্কগুলিকে আনন্দময় করা

(৩) সহানুভূতির নেটওয়ার্ক তৈরি করা

(৪) ভাল লাগার অনুভূতি তৈরি করা

(৫) নমনীয় ধরণের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করা

(৬) সর্বদা উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করা

(৭) অগ্রগতিকে যুক্তিপূর্ণ ভাবে বিচার করা